মানুষের বিনোদনের খোরাক এখন কোটচাঁদপুরের ২২ মাথার খেজুর গাছ

একটি গাছে স্বাভাবিক ভাবে,একটি মাথায় হয়। তবে এর বেশি হলে,সেটা অস্বাভাবিক। এমনিই একটি গাছের সন্ধ্যান মিলেছে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার পল্রীতে। এটি একটি খেজুর গাছ। গাছটি ২২ টি মাথা নিয়ে দাড়িয়ে আছে। যা এখন মানুষের বিনোদনের খোরাক হয়ে দাড়িয়েছে।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর শহর থেকে ৫ কিলোমিটার বহরমপুর গ্রাম। এ গ্রামের পাশ দিয়ে গেছে (ইউএসআইডি) আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে নির্মিত সড়ক। বর্তমান যার নাম করন হয়েছে আমেরিকান সড়ক।
এ সড়কের পাশের মাঠে জন্মেছে অস্বাভাবিক সেই ২২ মাথার খেজুর গাছ। গাছটির বর্তমান বয়স ৩০ বছর,এমনটাই জানালেন স্থানীয়রা।

দীর্ঘ দিন ধরে গাছটি তাঁর ২২ টি মাথা নিয়ে দাড়িয়ে আছে। এ খবরটি এখন এলাকা ছাড়িয়ে, দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। এ কারনে অনেক জায়গার মানুষই গাছটি এক নজর দেখতে ছুটে আসেন কোটচাঁদপুরের পল্লীর ওই গ্রামে।

যা এখন মানুষের বিনোদনের খোরাক হয়ে দাড়িয়েছে। এই গাছটি মালিক ওই গ্রামের ডাক্তার সলেমান মুন্সীর।
তিনি বলেন,খেজুর গাছটি আমার পিতা আবু তালেব মুন্সি লাগিয়েছিল। পাশে আরো খেজুর গাছ ছিল। ওই গাছ থেকে রস সংগ্রহ করা হত। গাছগুলো কেটে ফেলা হয়েছে বেশ আগে। তবে অস্বাভাবিক ওই খেজুর গাছটি রেখে দেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন,গাছটির বয়স ৩০ বছর হবে। বয়স হলেও গাছটি রেখে রাখা হয়েছে। কারন গাছটি এখন এলাকার ঐতিহ্য বহন করছে। এলাছা মানুষের বিনোদনের খোরাক হয়ে দাড়িয়েছে।

বহরমপুর গ্রামের কৃষক জুয়েল জানান, এই গাছটিতে অতিরিক্ত সাপ থাকতো। এ কারনে গাছ থেকে আর রস সংগ্রহ করা হত না। এ ছাড়া সাপের কারনে গাছটিতে খেজুর হলেও সেগুলো পাড়া হত না। গাছেই ফল পেকে নষ্ট হয়ে যেত। এভাবেই প্রথমে একটা দুইটা করে মাথা হতে থাকে। এক

সময় তা ২২ মাথায় রুপ নিয়েছেন।

ওই গ্রামে ঢাকা থেকে আসা আত্মীয় দর্শণার্থী শিপন জানান, এমন গাছ বিরল। ব্যতিক্রমী নিদর্শন। এই গ্রামে আসলেই একবার হলেও এ গাছটি দেখতে ছুটে আসি। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে গাছটি এক নজর দেখতে অনেকেই আসেন ।

তিনি বলেন, ২২ মাথার খেজুর গাছটি,দেখে মনে হয় কোন শিল্পী নিপুন হাতে গাছের মাথা গুলো সাজিয়ে রেখেছেন। অবাক করার বিষয় গাছটির মূলের চেয়েও ২২গুন মাথা নিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। প্রকৃতির এক বিচিত্র সৃষ্টি এই খেজুর গাছটি।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মহাসীন আলী বলেন, এটি হরমন জনিত কারণে,এক বীজপত্রি উদ্ভিদে একাধিক শাখা প্রশাখা হতে পারে। আর এ ক্ষেত্রে সেটিই ঘটেছে। তবে এ ধরনের ঘটনা খুবই কম দেখা যায়।

মেহেরপুরে খেজুরের গাছিরা ব্যাস্ত সময় পার করছেন

কয়েক দিন ধরেই শীতের আমেজ শুরু হয়েছে। প্রতি বছরের মতো মেহেরপুরের গাছিরা খেজুরের রস আহরণের জন্য তোড়জোড় শুরু করেছেন। এখন গাছ তোলার কাজে ব্যাস্ত। এক সপ্তাহ পরই আবার চাছ দিয়ে নলি, গুজা লাগানো হবে। খেজুর গাছ থেকে রস বের করতে তিন স্তর পেরিয়ে পক্ষকাল পরেই রস আহরণ শুরু হবে।
শুক্রবার (১৮ নভেম্বর) সকালের দিকে গাংনী-কাথুলি সড়কের সাহারবাটি মাঠে দেখা গেলো খেজুর গাছ তোলা চাছার দৃশ্য।
সাহারবাটি গ্রামের আজম আলী দা, দড়ি পিঠে ঝুঁড়ি বেধে খেজুর গাছ তোলা চাছার কাজে ব্যাস্ত। তিনি জানান, এবছর আমার ৭২ টি গাছ নেওয়া আছে। গাছের মালিকদের ১ কেজি করে গুড় দিতে হবে।এই সিজিনে এক লাখ টাকা লাভ করবে বলে জানালেন এই গাছি।
আজম আলী বলেন, গাছ কাটা, রস জ্বালানো ও গুড়-পাটালি তৈরির উপকরণের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় এবার অন্য বছরগুলোর

তুলনায় গুড়-পাটালির দাম বেশি হবে।

ছবি ও ক্যাপশন জুলফিকার আলী কানন

দামুড়হুদায় খেজুর গাছ পরিচর্যায় ব্যস্ত গাছিরা

দামুড়হুদায় শীতের মৌসুম শুরু হতে না হতেই আবহমান গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্য খেজুরের রস আহরণে প্রতিটি গ্রামে গাছিরা গাছ প্রস্তত করতে শুরু করেছেন। যারা খেজুরের রস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে গাছ কাটায় পারদর্শী স্থানীয় ভাষায় তাদেরকে ‘গাছি’ বলা হয়।

আজ মঙ্গলবার সকালে দর্শনা- লোকনাথপুর সড়কের ধারে ও মাঠের খেজুর বাগানে এ গাছিরা হাতে দা নিয়ে ও কোমরে দড়ি বেঁধে নিপুণ হাতে গাছ চাঁচা-ছোলার কাজ শুরু করেছে।

শীত মৌসুম এলেই দামুড়হুদা উপজেলায় সর্বত্র শীত উদযাপনের নতুন আয়োজন শুরু হয়। খেজুরের রস আহরণ ও গুড় তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এ এলাকার গাছিরা। তাদের মুখে ফুটে ওঠে রসালো হাসি। শীতের দিন মানেই গ্রামাঞ্চলে খেজুর রস ও নলেন গুড়ের ম-ম গন্ধ।

শীতের সকালে খেজুরের তাজা রস যে কতটা তৃপ্তিকর তা বলে বোঝানো যায় না। আর খেজুর রসের পিঠা এবং পায়েস তো খুবই মজাদার। এ কারণে শীত মৌসুমের শুরুতেই গ্রামাঞ্চলে খেজুর রসের ক্ষীর, পায়েস ও পিঠে খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। প্রতিদিনই কোনো না কোনো বাড়িতে খেজুর রসের তৈরি খাদ্যের আয়োজন চলে। শীতের সকালে বাড়ির উঠানে বসে সূর্যের তাপ নিতে নিতে খেজুরের মিষ্টি রস যে পান করেছে, তার স্বাদ কোনো দিন সে ভুলতে পারবে না। শুধু খেজুরের রসই নয় এর থেকে তৈরি হয় সুস্বাদু পাটালি, গুড়।

খেজুর গুড় বাঙালির সংস্কৃতির একটা অঙ্গ। নলেন গুড় ছাড়া আমাদের শীতকালীন উৎসব ভাবাই যায় না।দামুড়হুদা উপজেলার তারিনীপুর গ্রামের গাছি তোফাজ্জেল হোসেন ও লোকনাথপুর গ্রামের সালাম

জানান, আর মাত্র কয়েক দিন পরই গাছ থেকে রস সংগ্রহ করা হবে। রস থেকে গুড় তৈরির পর্ব শুরু হয়ে চলবে প্রায় মাঘ ফালগুন মাস পর্যন্ত। হেমন্তের প্রথমে বাজারগুলোতে উঠতে শুরু করবে সুস্বাদু খেজুরের পাটালি ও গুড়। অবহেলায় বেড়ে ওঠা খেজুর গাছের কদর এখন অনেক বেশি। এছাড়া খেজুর গাছের রস হতে উৎপাদিত গুড় দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে বলে জানান তারা।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজামান জানান, দামুড়হুদায় প্রচুর পরিমাণ খেজুর গাছ আছে। গাছিরা খেজুর রস সংগ্রহ করে বিভিন্ন ধরনের পিঠা ও পাটালি, গুড় তৈরি করে নিকটস্থ বাজারে বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়। বর্তমানে খেজুরের গুড়ের চাহিদা বেশী যার কারণে গাছিরা এদিকে যেমন লাভবান হচ্ছে ঠিক তেমনি আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল হচ্ছে।